237

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JAN. 1 2 1999

পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ২

তদন্তে যা বেরিয়ে এসেছে—

কৈলাশ সরকার ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষক শাহীদুজ্জামান নোট ও সাজেশন দেয়ার নামে ছাত্রীদের প্রলুব্ধ করতেন। এ কারণে তিনি পরীক্ষা কমিটিতে থাকতে উৎসাহী ছিলেন।

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটির কাছে দেয়া বিভিন্নজনের সাক্ষ্যে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বছর ২৯শে নভেম্বর লোক প্রশাসন বিভাগের এক ছাত্রী অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করেন উপাচার্যের কাছে।

এ অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২৪ জনের সাক্ষ্য নেয় এবং ১৩টি সভায় মিলিত হয়ে রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করে।

সুপারিশে বলা হয় ঃ অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনীত যৌন নির্যাতনের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ করে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারপার্সনসহ অধিকাংশ শিক্ষক বলেছেন, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ তারা শুনেছেন। তাদের কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন। অনেকের বক্তব্যেই জানা যায়, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান ছাত্রীদের নোট/সাজেশন দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে প্রলুব্ধ করতেন। এ কারণে তিনি পরীক্ষা কমিটিতে থাকতে উৎসাহী ছিলেন। এজন্য বিভাগীয় শিক্ষকরা তিনি যাতে পরীক্ষা কমিটিতে না থাকতে পারেন সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন না বলেছেন। সাক্ষ্যদানকারী বিভাগের তিন কর্মচারী এই ঘটনা সম্পর্কে বা অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

মহিলা শিক্ষকদের ৬ জন যারা উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাদের মধ্যে ৪ জন একত্রে কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন এবং শিক্ষকদের আচরণবিধি প্রণয়নের সুপারিশ রাখেন। তারা এই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানেন না বলে জানান। ঐ শিক্ষক সম্পর্কে তারা অভিযোগ শুনেছেন বলে জানান।

লোক প্রশাসন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক জি এম শহীদুল আলম তার বক্তব্যে অভিমত প্রকাশ করেন, ঘটনাটা সত্য বলে দৃঢ়ভাবে তার মনে তদন্ত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

তদন্ত ঃ বেরিয়ে এসেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। কারণ ঐ মেয়েটিকে নোট দেয়ার জন্য অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তাকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আগে তাকে জানাননি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তিনি জানান, এটি তার বিয়ের ব্যাপার ছিল। অথচ আগের দিন মেয়েটিকে অধ্যাপক জামান তার দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন বলে শহীদুল আলমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

ব্যবসায়ী নূরুল আমিন জানান, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের সাথে এই মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের মায়ের অনুরোধে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরও জানান, মেয়েটি তালাকপ্রাপ্তা এবং তার একটি সন্তান আছে তা তিনি অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানকে জানিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে জানানোর জন্য মেয়ের মাকে পরামর্শ দেন। অধ্যাপক জামানের বয়স বেশি হওয়ায় মেয়ের মা বিয়েতে রাজি নন বলে তিনি জানিয়ে দেন। এরপর নূরুল আমিন বিয়ের ব্যাপারে আর উৎসাহ দেখাননি। ঘটনার পর মেয়ের মা নূরুল আমিনকে ঘটনা সম্পর্কে জানালে তিনি মেয়ের মাকে প্রশ্ন করেন, "আপনার মেয়ে তার কক্ষে কেন গেল?" তিনি আরও বলেন, যেহেতু ঘটনা আপনারা ঘটিয়েছেন, সেহেতু এ ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই।

তদন্ত কমিটিতে অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নাসরিন খন্দকারের বক্তব্যে বোঝা যায়, ঘটনাটা গুরুতর ছিল বলে মা-মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এসে কান্নাকাটি করছিল, যা অনেকেই দেখেছেন। তার বক্তব্যে তিনি আরও জানান, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান সত্যিই মেয়েটিকে তার বাসায় টেলিফোন করে ডেকে এনেছিলেন বলে তিনি মিসেস নাসরিন খন্দকারের কাছে স্বীকার করেছেন। এর আগের দিন অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান মেয়েটির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ছিলেন বলেও তার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েটিকে নোট দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করার বিষয়টিও মিসেস নাসরিন খন্দকারের বক্তব্যে জানা যায়।

শাহীদুজ্জামানের কথা ঃ অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন ঃ ২৮শে নভেম্বর তিনি অভিযোগকারিণী মেয়েটির সাথে তার কক্ষে কথা বলেন পরে তাকে নিয়ে গুলশানের একটি হোটেলে লাঞ্চ করেন এবং ৩টার দিকে গাড়িতে করে উত্তরা হয়ে আশুলিয়া-সাভার যান। তখন মেয়েটি উৎফুল্ল ছিল। বিজয় সরণির কাছে এসে সে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসা দেখতে চায়। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তাকে বাসায় নিয়ে যান। বিকেলেও মেয়েটি তার সাথে ক্লাবে ছিল। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তার বক্তব্যে আরও বলেন, ঐদিন দুপুরের দিকে মেয়েটিকে নোট দিয়ে সাহায্য করার জন্য লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মহব্বত খানকে তিনি ফোন করেন। বিকেলেও ক্লাবে তিনি লোক প্রশাসন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক জি এম শহীদুল আলম ও অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নাসরিন খন্দকারকে অনুরোধ জানান। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, পরদিন মেয়েটি তার কক্ষে যায় এবং সেখান থেকে বেলা ৩টার দিকে তাকে গাড়িতে করে তিনি তার বাসায় নিয়ে যান। সেখানে মেয়েটি ঐদিনই কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করার জন্য অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানকে প্রস্তাব দেন। তখন অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান বিয়ের ব্যাপারে কিছু নিয়ম-কানুন ও বাধ্যবাধকতার কথা তাকে জানান। পরে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তাকে গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে যান। পথিমধ্যে গাড়িতে বসে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান মেয়েটিকে বলেন, 'তোমার যে একটি সন্তান আছে তা তো তুমি আগে কখনো বলনি, তোমার বলা উচিত ছিল'। এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর সোবহানবাগে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য মেয়েটিকে নেমে আসতে বলায় মেয়েটি গাড়ি থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার সাথে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান আরও জানান, কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে মেয়েটি তাকে বলে, 'আপনি এ ধরনের কথা বললেন, আপনার সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখব না'। এরপর মেয়েটি তাকে শাসায় এবং শাস্তির ভয় দেখায়।

অভিযোগকারিণীর কথা ঃ লোক প্রশাসন বিভাগের এম এস এস শেষ পর্বের ছাত্রী প্রথম অভিযোগকারিণী তার অভিযোগপত্রে ও সাক্ষাৎকারে জানায়, সে ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর দুদিন নোটের জন্য অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের কাছে যায়। তার অভিযোগপত্রে সে প্রথমে বলেছিল, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিভাগীয় কক্ষে ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু পরবর্তীতে কমিটির সামনে সে জানায়, প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসায় এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু সম্মানহানির ভয়ে সে বাসার কথা না বলে বিভাগীয় কক্ষে ঘটনা ঘটে বলে। সাক্ষাৎকারে কমিটিকে সে আরও জানায়, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের সাথে বিয়ের প্রস্তাবের বিষয় সে জানত না। মেয়েটি আরও জানায়, ঘটনার পর সে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিল এবং সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় সে মনোচিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র কমিটিকে দেখিয়েছে।

মেয়েটির মা তার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার আট মাস আগে নূরুল আমিনের মাধ্যমে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু পাত্র হিসেবে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানকে তার পছন্দ হয়নি বলে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নূরুল আমিনকে জানিয়ে দেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি তার মেয়েকে কিছু জানাননি। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান ২৯শে নভেম্বর তার মেয়েকে নোট নেয়ার জন্য তার কাছে পাঠানোর জন্য ফোন করেছিলেন বলেও তিনি কমিটিকে জানান।

কমিটির সকল সদস্যের সামনে মেয়ের উপর পাশবিক আচরণ ও যৌন নির্যাতনের বিষয়ে মা ও মেয়ে কিছু কথা বলতে সংকোচ বোধ করার কারণে কমিটির পক্ষ থেকে মহিলা সদস্যা মেয়ের মা'কে আলাদা কক্ষে নিয়ে তার সেসব বক্তব্য শোনেন। অভিযোগকারিণীর মা মিসেস মরিয়ম খানম মহিলা সদস্যার কাছে তার মেয়ের উপর কিভাবে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তার বর্ণনা দেন।

তদন্ত বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১৫ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের জনৈক ছাত্রীর পক্ষ থেকে তার বোন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন শিক্ষিকা অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান কর্তৃক যৌন নির্যাতনের লিখিত অপর একটি অভিযোগ কমিটির কাছে পেশ করেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি পর্যালোচনার পর কমিটি অভিযোগকারিণী ও তার বোনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। বক্তব্য পেশকালে অভিযোগকারিণী কমিটিকে জানায়, সে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের কোর্স ফরেন পলিসি এ্যাফেয়ার্সের ছাত্রী ছিল। মাঝে মাঝে সে অন্যান্য ছাত্রীসহ অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের কক্ষে যেত। একদিন সে বই ফেরত দিতে একাকী অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের কক্ষে গেলে তিনি তাকে পরীক্ষার সাজেশন দেয়ার প্রস্তাব দেন এবং তা কাউকে না বলার জন্য বলেন। অন্য একদিন তাকে সাজেশনের জন্য বাসায় যেতে বলেন। গত আগস্ট মাসে তাকে বাসায় নেয়ার জন্য আলিয়ঁস ফ্রঁসেসের সামনে থাকতে বলেন, যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে এবং সেখান থেকে তাকে গাড়িতে তুলে নেন। গাড়িতে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তাকে এই বলে ভয় দেখান, তার সাহায্য না নিলে পরীক্ষায় তার ফলাফল খারাপ করে দেবেন। বক্তব্য ও অভিযোগপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী স্পষ্টই বোঝা যায়, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসায় যাওয়ার বিষয়ে আগেই তার বড় বোনের সঙ্গে মেয়েটির আলোচনা হয়েছিল। বড় বোনের সন্দেহ হওয়ায় পরামর্শ করেই বড় বোন গাড়ির পেছনে একটি স্কুটারে করে গাড়িটি অনুসরণ করেন এবং অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসার কাছে অপেক্ষা করতে থাকেন।

বাসায় যাওয়ার পর অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান ছাত্রীটি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসেন এবং তিনি তাকে কিছু নোট দিতে শুরু করেন। একটু পরে তিনি বিভিন্ন নোংরা কথা বলতে শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে ছাত্রীটিকে ধরেন এবং বলেন, "কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "তোমার আগে তোমার বিভাগের অনেক মেয়েকে রেপ করেছি। এর মধ্যে তোমার এক বান্ধবীও আছে।" মেয়েটি তাকে তখন বাধা দেয়, চিৎকার করে ও তার হাত কামড়ে দেয়। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তখন তার গলা টিপে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চান এবং তার গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে থাকেন। এক পর্যায়ে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে ফাঁকে অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান তার সাথে সব বিকৃত কাজ করতে থাকে। পরে তিনি মেয়েটিকে ছেড়ে দেন এবং বলেন, এই ঘটনা যদি সে কাউকে বলে তাহলে তিনি তাকে মেরে ফেলবেন এবং তার রেজাল্ট আটকে রাখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ তাকে কিছুই করতে পারবে না।

মেয়েটির বড় বোন সাক্ষাৎকারে জানান, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব বোনের কাছ থেকে জানার পর তার সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তার বোন যাতে কোন বিপদে না পড়ে সে কারণে সে তার বোনের সাথে পরামর্শ করেই আলিয়ঁস ফ্রঁসেস থেকে স্কুটারে করে তিনি অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের গাড়ি অনুসরণ করেছিলেন এবং অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসার কাছে স্কুটারে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বাসায় যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তার বোন দৌড়ে বের হয়ে এসে বলে "He tried to rape me" এবং কান্নাকাটি শুরু করে। তার বোন ব্লিডিং হচ্ছে কিনা, জানতে চান এবং ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যান। ডাক্তার তাকে জানান, রেপ হলে যে সমস্যা হওয়ার কথা তা দেখা যাচ্ছে না। তারা তখন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে চলে আসে। পরে মেয়েটি আস্তে আস্তে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মনোচিকিৎসকের কাছে যায়। সাক্ষাৎকারের সময় তিনি ডাক্তারের পরামর্শপত্র দেখান। জানাজানি হবে বলে ও সামাজিকতার ভয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সকল ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়নি বলে জানান। তিনি তার সাক্ষাৎকারে আরও জানান, নিপীড়নের সময় তার বোনের কিছু চুল ছিঁড়ে যাওয়ায় সে পরে চুল ছোট করে ফেলেছে। সে নিপীড়নের নজিরস্বরূপ জানান, তার বোনের গলায়, মুখে ও বুকে দাঁতের দাগ আছে। আর অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের হাতে কামড়ের দাগ রয়েছে।

অভিযোগকারিণীর দুজনের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এই আশ্বাস পাওয়ার পর কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দিতে সম্মত হয়েছে বলে কমিটি তাদের পরিচয় রিপোর্টে কোথাও উল্লেখ করেনি। তবে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নথিতে সংরক্ষিত আছে।

কমিটির মতামত ঃ দুজন অভিযোগকারিণীর লিখিত অভিযোগ, তাদের সাক্ষাৎকার এবং অন্য ২৪ ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান উল্লিখিত দু ছাত্রীকে সাজেশন দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কমিটি মনে করে, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনীত আলোচ্য দু ছাত্রীর সাথে যৌন নির্যাতনের অভিযোগের সত্যতা আছে।